দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 01 NOV 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে

ঢাবি ভিসি অধ্যাপক ড. এসএম এ ফায়েজ

মুখোমুখি

॥ সাইদুর রহমান ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এসএমএ ফায়েজ বলেছেন, জাতীয় আন্দোলনে এ বিশ্ববিদ্যালয় কাণ্ডারী ভূমিকা রেখেছে। বিচিত্র ও বিভিন্ন প্রতিকূলতার মাঝেও ঢাবি তার সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে দেশ ও জাতির স্বার্থে অমূল্য অবদান রেখে চলেছে। কিন্তু বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি জাতিকে ভাবিয়ে তুলেছে। নতুন করে বিষয়টি নিয়ে ভাবা উচিত। প্রয়োজনে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতির ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক সংস্কৃতিতেও পরিবর্তন আনা দরকার। ভালো শিক্ষকদের ধরে রাখতে হলে সব সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। তবে ৭৩ অধ্যাদেশের বাইরে শিক্ষকদের বেতন দেয়ার কোন নিয়ম নেই। (২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

> 'জাতীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণে ঢাবি অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছে। তবে সবসময় এ বিশ্ববিদ্যালয়কে ঝুঁকির মধ্যে থাকতে হয়। নির্বাচনী ইস্যুতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা যাবে না'

ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি

(প্রথম পৃঃ পর)

যার ফলে শিক্ষকদের আলাদা পে-স্কেল দেয়া উচিত। টাকার ঘাটতি আজ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় সমস্যা। অর্থের অভাবে আমরা গবেষণায় পিছিয়ে পড়ছি। তবে স্বীকৃতির মানদণ্ডে আমরা পিছিয়ে নেই।

ইত্তেফাকের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি আরো বলেন, এ বিশ্ববিদ্যালয়কে পৃথিবীর অন্য সব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বতন্ত্র অভিষিক্ত করেছে। বিশ্বের প্রতিটি জায়গায় ঢাবিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। জাতীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণে এ বিশ্ববিদ্যালয় সবসময়ই অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছে। তবে এ বিশ্ববিদ্যালয়কে সবসময় একটা ঝুঁকির মধ্যে থাকতে হয়েছে। নির্বাচনী ইস্যুতে কোনভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়কে বন্ধ করা যাবে না।

বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সম্পর্কে তিনি বলেন, ৭৩ অধ্যাদেশের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয়। এটা স্বাধীনতার ফসল বলা যেতে পারে। অধ্যাদেশের মাধ্যমে মূল্যবোধকে সমুন্নত করতে হবে। গণতান্ত্রিকভাবে সব কিছু পরিচালনা করব। কোনভাবেই ৭৩ অধ্যাদেশ লংঘন করা যাবে না।

শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি সম্পর্কে তিনি বলেন, এই প্রথমবারের মতো একটা ইস্যুতে শিক্ষকরা প্রকাশ্য শক্ত অবস্থান নিয়ে বিভক্ত হয়েছে। মাদ্রাসার ইস্যুতে তাঁরা পরীক্ষার কাজ থেকে বিরত থাকবেন এমনটি হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। যেহেতু সম্মানিত শিক্ষকরা ৭৩ অধ্যাদেশ সম্পর্কে সচেতন তারা অবশ্যই ভেবে দেখবেন তাদের কোন পদক্ষেপ অধ্যাদেশের পরিপন্থি হচ্ছে কি না।

ছাত্র রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনিক কোন পদক্ষেপ নেবেন কি না এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, ছাত্র রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেশের সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো নিবেন। তারা দেশ পরিচালনা করে থাকেন। তবে বহিরাগতরা ক্যাম্পাসে এসে রাজনীতি করবে এটা কাম্য নয়।

ভুয়া ভর্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কিছু অসাধু ব্যক্তির মাধ্যমে ব্যতিক্রম পদ্ধতিতে কিছু ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। তবে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে ভুয়া ভর্তি চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রো-ভিসিকে প্রধান করে গঠিত তদন্ত কমিটি এ প্রক্রিয়ায় যাকে জড়িত পেয়েছে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। ভুয়া ভর্তির সঙ্গে কোন শিক্ষক জড়িত থাকলে কমিটির প্রধান অবশ্যই আমাকে জানাতেন।

শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রসঙ্গে ঢাবি ভিসি বলেন, আমাদের শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি অত্যন্ত স্বচ্ছ। অনিয়ম করে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া সম্ভব নয়। আগে ভিসি এককভাবে ইচ্ছা করলে শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারতেন। কিন্তু বর্তমানে অনিয়মের সুযোগ অনেক কম। মেধাবীদের বাদ দিয়ে কম মেধাবীদের নেয়া হচ্ছে এমন অভিযোগ ঠিক নয়।

ডাকসু নির্বাচন সম্পর্কে তিনি বলেন, নেতৃত্ব বিকাশে ডাকসুর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডাকসু নির্বাচনের ধারা অব্যাহত থাকলে ও ডাকসু কার্যকর থাকলে ছাত্র সংগঠনগুলোর পক্ষে সৃজনশীল কর্মকাণ্ড পরিচালনা সহজ হবে। ডাকসু নির্বাচন এখন সময়ের দাবি। আমার মনে হয়েছে যে, ছাত্র সংগঠনগুলো ডাকসুতে হারতে রাজি নয়, যাদের হারার সম্ভাবনা বেশি তারা ক্যাম্পাসের সুষ্ঠু পরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন তুলেন। তবে জাতীয় রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক ধারা পুনঃপ্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ডাকসু নির্বাচন সম্পন্ন করা দরকার। ডাকসু নির্বাচন দিলে ভিসির ক্ষমতা খর্ব হয় কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ডাকসু নির্বাচন দিতে পারলে ভিসির ক্ষমতা খর্ব নয় বরং সবকিছু সহজ হয়ে যায়। ডাকসুর মাধ্যমে অত্যন্ত সহজভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করা সম্ভব হতো।

শিক্ষকদের পার্ট টাইম চাকরি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেধা আকর্ষণ করে। শিক্ষকদের ধরে রাখতে হলে সব সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। তবে ৭৩ অধ্যাদেশের বাইরে শিক্ষকদের বেতন দেয়ার কোন নিয়ম নেই। বিভাগগুলো থেকে শিক্ষকরা অনুমতি নিয়ে কনসালটেন্সি করছে। তবে শিক্ষকদের আলাদা পে-স্কেল দেয়া উচিত। তিনি বলেন, উন্নয়নশীল অনেক দেশে শিক্ষকদের বিশেষ বেতন কাঠামো, আর্থিক সুবিধা এবং কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়। এই উপলব্ধি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমরা শিক্ষকদের উপযুক্ত আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদির সংস্থান করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। শিক্ষকদের বিশেষ বেতন ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য সরকারের কাছে পত্র দেয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির বেহাল অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, ছাত্র-শিক্ষক ও গবেষকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গ্রন্থাগারের প্রশাসনিক ভবনের নীচতলায় ২৫টি কম্পিউটার ও ২টি সার্ভারসহ একটি সাইবার সেন্টার করা হয়েছে। লাইব্রেরিতে শিক্ষক-গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনীয় ফটোকপি সরবরাহ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত গ্রন্থাগারের প্রধান ভবন এবং বিজ্ঞান শাখা ভবনের সংরক্ষিত বিভিন্ন বিষয়ে মোট তিন লক্ষ ১৫ হাজার ২৭৫টি বইয়ের বারকোড লেভেল করা হয়েছে।

ক্যাম্পাস পুলিশ প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে ড. ফায়েজ বলেন, ক্যাম্পাসে পুলিশের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'টি দিকই আছে। বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাস পুলিশের ধারণা আমাদের দেশে কতটুকু কার্যকর ভেবে দেখতে হবে। তবে বিষয়টি আলোচনা করার দাবি রাখে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের গবেষণাগার অনুমোদিত নয়- এ প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে ভিসি বলেন, এ বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বহু আগ থেকেই জনগণের হৃদয়ে আস্থা অর্জন করেছে। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের গবেষণায় গুঁড়া দুধে মেলামাইনের অস্তিত্ব পাওয়ার পর বিএসটিআই বলছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগার অনুমোদিত নয়। এটা দুঃখজনক মন্তব্য। কে কি বলল তার চেয়ে আমরা ভালো কিছু করার প্রত্যয় নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করি। জাতি হিসাবে দুর্ভাগ্য আমরা নিজেরা নিজেদের মূল্যায়ন করতে পারি না। তবে ঠিকই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্টকে দেশের সর্বোচ্চ আদালত এবং জনগণ সম্মান দেখিয়েছে।